যুগান্তর

তারিখ 17 OCT 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষা বাণিজ্য : ৭ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ : আরও ২২টি শনাক্ত

মুশতাক আহমদ

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হার্ডলাইনে গিয়েছে সরকার। অভিযুক্ত কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ এবং শিক্ষার মান রক্ষায় সরকারের এ অবস্থান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অভিযুক্ত ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তদন্ত ও সরেজমিন পরিদর্শন সাপেক্ষে ১৩টিকে শনাক্ত করেছে ইউজিসি। যেগুলোর মধ্যে ৭টিকে মন্ত্রণালয় শোকজ করেছে। বাকি ২২টিকে দু'এক সপ্তাহের মধ্যে পৃথকভাবে শোকজ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শোকজপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে শিক্ষার নামে বাণিজ্যসহ সরকারের আইন অবজ্ঞার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রধান মোঃ খালেদ জানান, ২০০৩ সালের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি বিভিন্ন মেয়াদে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়কে শো'কজের সময় দিয়েছিল সেগুলোই এবার তদন্ত ও শাস্তির অধীনে এসেছে।

ওদিকে বর্তমানে যে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে ৪১টিই চলছে মেয়াদোত্তীর্ণ সনদ নিয়ে। সর্বোচ্চ দেড় দশকেও তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, মূলত আইন অনুযায়ী ৫ বছরের জন্য সাময়িক সনদ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমনসহ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। কিন্তু হাতেগোনা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকিগুলো শর্তপূরণ করেনি। ইউজিসির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানান তিনি।

সোমবার সরকারি এক গণবিজ্ঞপ্তিতে অননুমোদিত দেশী-বিদেশী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি না হওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছুদের অনুরোধ করা হয়েছে। এতে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার কারণে ভবিষ্যতে সনদের বৈধতা নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শনাক্ত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

শনাক্ত : আরও

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দায়ভার সরকার নেবে না। গণবিজ্ঞপ্তির ব্যাপারে মঙ্গলবার ইউজিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও জনগণকে সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ করেন।

বর্তমানে মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টিই চলছে মেয়াদোত্তীর্ণ সনদ নিয়ে। সেগুলো সম্পর্কে ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রধান মোঃ খালেদ জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২ এবং ১৯৯৮ (সংশোধিত) অনুযায়ী নির্দিষ্ট যেসব শর্ত মানতে হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমন। প্রথমে যে সাময়িক সনদ প্রদান করা হয় (বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরুর), পরে শর্তপূরণ করলে তা স্থায়ী বা নবায়নের বিধান রয়েছে। তিনি জানান, এ পর্যন্ত ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস রয়েছে। একটি ক্যাম্পাস নির্মাণ কাজ শেষের পথে।

এছাড়া চারটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলোর সনদ গ্রহণের বয়স ৫ বছর অতিক্রম হয়নি। অর্থাৎ এই দু'ধরনের দশটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকিগুলোর সাময়িক সনদের বয়স মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। সোমবার জারি করা সরকারের গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেগুলো সাময়িক সনদ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও অনেকগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

সরেজমিন তদন্ত ও পরিদর্শন শেষে ইউজিসি মোট ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম ৭টিকে শোকজের বিষয়টি ইউজিসির দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে। এগুলোর মধ্যে ২১ জুলাই ইসলামী ইউনিভার্সিটিকে দেয়া শোকজে বিভিন্ন বিভাগে পূর্ণকালীন অধ্যাপক না থাকা (আইনের ৭(গ) লংঘন), চ্যান্সেলরের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে তহবিল চাওয়া (১৯-৩ লংঘন) এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞার পরও আউটার ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তি করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এছাড়াও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ডিআইটি ব্যতীত সড়কের আশপাশে স্থায়ী ক্যাম্পাস খোলা, শিক্ষকদের যোগ্যতায় ঘাটতি ও খণ্ডকালীন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তথ্য না দেয়া, অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, ৫ ভাগ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে পড়ার সুযোগ না দেয়া, আয়-ব্যয়ের অডিটে নিয়ম অনুযায়ী ফার্ম নিয়োগ করা প্রভৃতি।

এছাড়া আরও ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কলেজ, স্কুল, রিজিওনাল সেন্টার, দূরশিক্ষণ কেন্দ্র, রিসোর্স সেন্টার, স্টাডি সেন্টার, ভর্তি কেন্দ্র, তথ্য কেন্দ্র প্রভৃতি যে কোন নামে অবৈধভাবে এবং নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শিক্ষা ব্যবসার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সোমবার রাতে সরকারের দেয়া গণবিজ্ঞপ্তিতেও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়, কোন অবৈধ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হলে বা সনদের বৈধতার ব্যাপারে ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সরকার তার দায়-দায়িত্ব নেবে না।

প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান। সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, বিচারপতি আবদুর রউফসহ মোট ৯জন ছিলেন সদস্য। তারা ১০টি ইউনিভার্সিটিকে ২ বছর, ১০টিকে ১ বছর, ৬টিকে ৬ মাসের মধ্যে শোধরানোর আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। আলটিমেটাম দেয়ার সাড়ে ৩ বছর পর ফের পরিদর্শন শুরু হয়েছে। ওই কমিটি ৯টি ইউনিভার্সিটিকে তখন সম্ভাবনাময় এবং ৯টিকে মোটামুটি ভালো বলেছিল। এছাড়া ৮টি বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু পরবর্তীতে একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কমিটি তিনটিকে দায়মুক্ত করলে পরে সরকার ৫টিকে বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ৫টির মধ্যে ৩টি আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।